ওয়েদার কক্

ইমাম এনামুল হক

বল বীর চির উন্নত মম শীর....জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কবিতার একটি লাইন দিয়ে আমার লেখাটি শুরু করলাম। আমার পরিচয় দিতে গেলে শুধু বলতে হয় আমি একজন পাঠক। এবং নিজকে দাবী করি একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে। এই বিদেশে এসে তেমন পড়ার সুযোগ নেই। না আছে পর্যাপ্ত পাঠের সামগ্রী না আছে দুদন্ড বসে কথা বলার সময়। শুধু কেবল ছুটতে থাকো রেজেকের সন্ধানে।

তবে আমি সব সময়ই উদগ্রীব থাকি যদি এমন কাউকে পাই যার কাছে বসে কিছু সাহিত্যের আলাপ করা যায়। কেননা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ আমার বরাবরই। কিন্তু এই বৈষয়িক সমাজে এমন কারো দেখা পাবো ভাবিনি। সাহিত্য এমন একটি বিষয় যা নিয়ে আলোচনা করলে মনের সকল বিষক্রিয়া চলে যায়। কালিমা ধুয়ে-মুছে যায়। অশান্ত মন শান্ত হয়। বিকৃত মানসিকতা প্রকৃত পর্যায়ে ফিরে আসে এবং ফ্যাকাসে মনের দিগন্ত সবুজে ভরে যায়। এ আমার পাঠক জীবনের অভিজ্ঞতা। তাই সাহিত্যের প্রতি আমার এমন পক্ষ-পাতিত্ব। তাতে কেউ যদি আমাকে উল্টো বুঝেন তাহলে বলবো- স্যরি ভাইসাব এটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত পছন্দ। ব্যক্তিগত মতামত। কারো পছন্দ হলেও হতে পারে না হলেও করার কিছু নেই।

নিজে কিছু লিখতে জানি না অথচ কবি-সাহিত্যিকের সন্ধান কোথাও পেলে ছুটে যেতাম একবার একটু দেখতে। দুচারটা কথা বলতে। এটা দেশে থাকতেই এক ধরনের একটি নেশায় পেয়ে বসেছে বলা যায়। একবার বি-বাড়িয়া জেলাধীন আমাদের কসবা সরকারী হাই স্কুলের শততম বার্ষিকী পালন উপলক্ষে দেশ বরেণ্য অনেক লেখকদের দাওয়াত করেছিলো আমাদের স্কুল কর্তৃপক্ষ। যাতে উপস্থিত হয়েছিলেন দেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমান, কবি আসাদ চৌধুরী, জনপ্রিয় উপন্যাসিক হুমায়ুন আহমেদ। ওনাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে যে পরম তৃপ্তি পেয়েছিলাম। যা আজো ভুলিনি। কভু ভুলার নয়।

আমি যখন বিদেশ আসি তখন ভাবছিলাম বিদেশে এলে বাংলা সবাই ভুলে যায়। রুটি রুজির ব্যস্ততায় সাহিত্য সাহিত্য কারো মাথায় থাকে না। আমার ভাবনা অনেকটাই সত্য তবে এও সত্য যে প্রবাসে এমন লাখো বাঙালির মাঝেও দুএকজন আছেন যারা নিরবে নিভৃতে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের সেবা করে যাচ্ছেন। সৌদি আরবে প্রায় পনের লাখ বাঙালি প্রবাসী রয়েছে। এদের মাঝে ঐ শ্রেণীর যাঁরা রয়েছেন তাদের এক দুই তিন করে গোনা যায়।

তেমনি একজন সাহিত্য প্রেমিক দেওয়ান বাসেত। যার অনেক পরিচয়ের মাঝে বিশেষ একটি পরিচয় তা হলো তিনি একজন সম্পাদক, ছড়াকার। গত ১৭ বছর ধরে ***মরুপলাশ*** সম্পাদনাও প্রকাশ করে আসছেন। আবার নতুন করে জন্ম দিয়েছেন ***রূপসী চাঁদপুর*** নামে আর একটি সাহিত্য পত্রের। সব সময়ই তিনি কিছু না কিছু লিখছেন। দুহাত ভরে লেখেন। জনপ্রিয় বাংলা ওয়েব ম্যাগাজিন ***সদালাপ, ভিন্নমত, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক জনকণ্ঠ , দৈনিক আজকের কাগজ*** সর্বত্রই ওনার অবাধ বিচরণ। সব সময়ই কোন না কোন লেখার প্রিন্ট আউট তিনি দেবেন। কেন না তিনি আমার হাতের কাছের লোক মানে আমাদের হাসপাতালেই গত একযুগ ধরে কর্মরত। (যদিও তিনি এই রিয়াদে গত একুশ বছর ধরে প্রবাসী) অথচ কী আশ্চর্য হাসপাতালে কর্মরত ক' জন বাঙালি ওনাকে জানে না, চিনে না! নাকি চেনার প্রয়োজনও মনে করে না।

বিশেষ করে আমাদের বাঙালিদের বিষয় ভিত্তিক মানসিকতায় গড়ে উঠা সে সময়ই বা কোথায়?! হাতে গোনা কজন বাঙালি এই হাসপাতালে কর্মরত। যাদের চাকুরীটি সম্পূর্ণ সরকারী। এদের মাঝে দেওয়ান বাসেত একজন। এ হাসপাতালে প্রায় ৫৮টি জাতি কর্মরত। যাদের সংখ্যা কম নয়, প্রায় দশ হাজার হবে। শোনেছি এই কিং ফাহাদ ন্যাশনাল গার্ড হাসপাতালটি নাকি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম হাসপাতাল। আমরা সাব কন্ট্রাক্টরের অধীনে এখানে কর্মরত। দেওয়ানকে খুঁজে পাওয়ার একটি মজার ঘটনা-যখন জানলাম বাঙালি কেউ তাকে চিনে না বা চেনার প্রয়োজন মনে করে না। অথচ প্রশাসনের বড় বড় আসনের সবাই এক নামে ওনাকে জানে। একদিন মিডিয়া এফেয়ার্স এর এক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে দেওয়ান এর হদিস চাইলাম। তিনি আমাকে ন্যাশনাল গার্ড সৌদি আরব কর্তৃক আরবী এবং ইংরেজী দুভাষাতেই প্রকাশিত নিয়মিত পাক্ষিক ***আল চাহিয়া*** অত্যাধুনিক পত্রিকাটির একটি কপি দিলেন।

অত্যাধুনিক পেপারে ও বহুরঙা ছাপা সেই পত্রিকায় দেখলাম লিটারেচার পেইজে দেওয়ানের দুটি ইংরেজী কবিতা। একটি কবি নজরুল এবং অন্যটি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা। কবিতার পাশে ওনার ছবিও রয়েছে। হ্যা এবার সুবিধা হবে ওনাকে খুঁজে বের করতে। ডাক্তার স্পেশালিস্ট নার্স সবাই ওনাকে জানেন রাইটার দেওয়ান নামে। এতো বিশাল হাসপাতালের যেখানে প্রায় ১৫৬টি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, সেখানে ওনাকে কীভাবে পাই? অবশেষে মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের তথ্য অনুসারেই ওনার পেজার নম্বর এবং অফিস নম্বর পেলাম। যোগাযোগ

হলো। সাক্ষাৎ পেলাম। জানা পরিচয় হলো। কিছুটা কাছাকাছি এলাম। এরপর তিনি যখন জানলেন আমি একজন সিরিয়াস পাঠক। তখন থেকেই প্রতিদিন তিনি দিতে শুরু করলেন প্রিন্ট আউট মানে ওনার সৃষ্টি আর আমার পড়ার পরম কাঙখিত সামগ্রী। আমি পড়তে থাকি আর দিনে দিনে ভরে উঠতে থাকি। মনে করতে থাকি যে দু' চারজন বাঙালি দেওয়ানকে চিনি না বলেছিলেন সময়ে জানা গেল ওদেরই কেউ জানে না। হায় সেলুকাস্.......!!

ওনার সৃষ্টিগুলো জেদ্দা প্রবাসী এক বাঙালি তরুণ তার ব্যক্তিগতভাবে খোলা ফ্রি ওয়েবে প্রথম তুলে ধরেন তিনি আনোয়ার হোসেন শিপন। যার কথা দেওয়ান বিভিন্ন সময়ে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। স্মরন করেন সদালাপ এবং ভিন্নমত এর মতো জনপ্রিয় বাংলা ওয়েব সাইটগুলোর সম্পাদকদের। এবার দেওয়ান নিজের ওয়েব সাইট মানে মরুপলাশ ডট কম চালু করতে যাচ্ছেন বলে জানালেন। যার সমস্ত প্রস্তুতি প্রায় সমাপ্তি পর্যায়ে। সম্ভবত আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি তা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে যাচ্ছেন।

বহু গ্রন্থের প্রণেতা এই দেওয়ান হয়তো জানেন সম্মানীদের সম্মান দেখালে নিজের সম্মান বাড়ে। তাই তিনি ড. মোমেন এর রিয়াদ থেকে বিদায়ের সংবর্ধনা সভায় একটি ছড়া উৎসর্গ করে তাকে সম্মান জানিয়েছিলেন। আজ আমি ওনার লেখা সেই ছড়ার একটি অংশ দিয়েই ওনার সম্পর্কে আমার মতামত দিচ্ছি-গবেষণায় দক্ষ তিনি / লেখায় পরিপক্ক তিনি / পেশায় তিনি খুব সিরিয়াস / কথায় কাজে খুব জিনিয়াস / কলমটা তার বেজায় ধারাল / নয় কিছু তার চোখের আড়াল....।

লেখায় তিনি আপোসহীন বলেই প্রমান পাই তার লেখাগুলোতে। কাউকে ছেড়ে তিনি কথা বলেন না। বক্তব্য ধর্মী ছড়াগুলো যেন চকচকে ছুরি। প্রতিটি শব্দ যেন এক একটি চাবুকের ঘা। যার জন্যে তার বন্ধুর চেয়ে শত্রুর সংখ্যাই বেশী বলে মনে হয়। আবার শিশুতোষ ছড়াগুলো একেবারেই শিশু। বোঝার কোন উপায় নেই যে তা একই হাতের লেখা। শিশুকিশোরদের নিয়ে ইদানীং তিনি বেশ কিছু ভাবানুবাদ গল্পও ছড়েছেন। যা আমাদের কিশোর সমাজের জন্যে তাদের মানস গঠনে বেশ উপকারী। সবচে' আলোড়ন সৃষ্টিকারী তার সম্প্রতিকালের লেখা ***আমার দেখা একাত্তর*** স্মৃতিচারণমুলক লেখা। তিনি একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। তার দেখা একাত্তর আমার মতো অনেক পাঠককে চরমভাবে নাড়া দিয়েছে। সত্য কি তা জানতে সাহায্য করেছে। তবে এর ফলে তিনি মৌলবাদীদের কোপানলে পড়েছেন বলে জেনেছি। তবে তাতে তিনি দমে যাবার পাত্র নয় বলেই বুঝতে পারলাম। তিনি সেই সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারনটি ***আমার দেখা একাত্তর*** এবার ব্যাপকভাবে লিখেছেন, যা সংকলিত করেছেন ওনার সম্পাদিত ***একাত্তর-বাঙালি জাতির জন্ম*** নামক গ্রন্থে।

এখনও সেই বইটি প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। যা প্রকাশিত এখনো হয়নি অথচ রিয়াদের বাঙালিদের মুখে মুখে ফিরছে সে বইয়ের নামটি। কী আশ্চর্য!! জেনেছি বইটিতে নাকি নামীদামী সব লেখক এবং প্রফেশনালরাই লিখেছেন। শোনে আরও বেশী তাজ্জব লাগে যারা নাকি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি এবং স্বাধীনতার স্বপক্ষের লোক বলে দাবী করেন। তারাই নাকি বইটি প্রকাশে প্রধান বাঁধা!? লজ্জা আর রাখি কই? জনৈক রাকিব নামের এক লেখকতো সদালাপে ***একটি বইয়ের আত্ম কাহিনী*** শিরোনামে একটি নিবন্ধই লিখে ফেলেছেন। রিয়াদে নাকি অনেক লেখক আছেন। তাদের অনেককেই সেই বইতে নেয়া হয়নি। কেন জানতে চাইলে তিনি বললেন এরা ***ওয়েদার কক্!***

মরুপলাশ এ ওসব লেখকদের লেখা প্রকাশিত হয়নি কেন? এর উত্তরে তিনি বললেন-মরুপলাশ সাহিত্য পত্র মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে একটি বর্ষীয়ান বাংলা প্রকাশনা। এর একটি স্ট্যান্ডার্ড গড়ে উঠেছে। এর জন্যে ওরা এখনও গড়ে উঠেনি। বাহিরে চর্চা করে আগে ওরা নিজেদের উপযুক্ত করুক। তারপর না হয় দেখা যাবে।

জানতে চাইলাম দেওয়ানের কাছে- আপনার এই সাহিত্য চর্চা কতদিনের? জানালেন, গত তিরিশ/পয়ত্রিশ বছর ধরে তিনি এ চর্চা করে আসছেন। তারপরও তিনি দুঃখ করে বলেন- এখনও লেখক হতে পারলাম কই? (!) ওদিকে তার সন্তানরাও গড়ে উঠছে বাপের আদলে। তারা সবাই বাপের নাম আরো উজ্জল করতে পারবে বলেই আমার ধারণা। রিয়াদের বাঙালি সাংস্কৃতাঙ্গনে ওরা নিজ নিজ নামেই পরিচিত।

†jLK †`Iqvb c ev‡m Avgv‡`i evOwj‡`i AnsKvi n‡eb| n‡eb evsjv mvwn‡Z¨ i GKRb ‡`ke‡iY¨ e¨w³| †Zgb Avkv KiwQ, c v_ bvI KiwQ| mevi Rb¨ _vK‡jv C`j wdZ‡ii cZ-cweÎ ï‡f"Qv|

ZwiL t 13 b‡f¤i 2004Bs

ডা: মোঃ এনামুল হক (ইমাম)
কিং ফাহাদ হসপিটাল, রিয়াদ
সৌদি আরবীয়া
E-mail: imam_enamul@yahoo.com